শিল্পী সংসদের

দুই পাখি রী

দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে শিল্পী সংসদের দ্বিতীয় নিবেদন

দুই পৃথিবী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
পীযুষ বসু।

সংগীত পরিচালনা—
আনন্দ শঙ্কর,

কাহিনী— শৌনক গুপ্ত,

চিত্রগ্রহণ-বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা-বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী, শিল্প নির্দেশণা-সূর্য্য চ্যাটার্জী, শব্দ গ্রহণ লোকেন বসু, সঙ্গীত গ্রহণ-সত্যেন চ্যাটার্জ্জী, আবহ সঙ্গীত-শব্দ পুনঃযোজনা-জ্যোতি চ্যাটার্জী, কর্ম্মাধ্যক্ষ—মহাদেব সেন, সন্তোষ দাসগুপ্ত, সঙ্গীত রচনা-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

বহির্দৃশ্য গ্রহণে :—ইমেজ ইণ্ডিয়া, দেওজীভাই।

আলোক সম্পাতে :—সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, ব্রজেন দাস, বেনুধর, বিশাল, অনিল পাল, মধুসূদন, গোবিন্দ

রসায়নাগারে :—
রবীন ব্যানার্জী, ফনি সরকার, পঞ্চু ঘোষ, অবনী মজুমদার, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, বংশী রায়, তাপস বসু

প্রভাত দাসের তত্ত্বধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহিত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—
মিসেস ভান, নিকো হাউস, সুব্রত মুখার্জী-কার্ত্তিক চ্যাটার্জী

সহকারীবৃন্দ :—চিত্রগ্রহন-পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, সম্পাদনা-সুনীত সাহা শিল্প নির্দেশনা-রাম নিবাস ভট্টাচার্য, শব্দগ্রহণ-বিনোদ ভৌমিক, সঙ্গীত-গ্রহণ—বলরাম বারুই, সঙ্গীত পরিচালনা-দিলীপ রায়, প্রচার-দেবকুমার বসু, রূপ সজ্জায়-বটু গাঙ্গুলী, বংশী রায়, ব্যবস্থাপনা-দুঃখী নায়েক, জয়দেব দাস, সহকারী পরিচালনা-অজিত চক্রবর্তী, আবীর বসু, নেপথ্য কণ্ঠে—মান্না দে, আরতি মুখার্জী,
সাজসজ্জা—নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, কার্ত্তিক লংকা, বিশু চক্রবর্তী,
প্রচার-পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য, স্থির চিত্র-এডনা লরেঞ্জ, পরিচয় লিখনে-দীগেন ষ্টুডিও। পুষ্প সজ্জা-গ্লোবনার্শারী (কলেজ ষ্ট্রীট)

প্রযোজনা— শিল্পী সংসদ

বিশ্বপরিবেশনা—চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

মৃনাল সাংবাদিক। মা বাবা আর ছোটবোন তনিমাকে নিয়ে তার সংসার। বৈঠকখানা রোডের এক পুরনো বাড়ীতে দুখানা ঘরে তাদের ভালভাবেই চলে যাচ্ছিল। ছোটবোন তনিমার গানের মাষ্টার সুকান্তের সঙ্গে বিয়েও প্রায় ঠিক। এই সময় হঠাৎ আবির্ভাব হয় ছোট ভাই কুনালের। সে এখন বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট। তার চালচলন পোষাক আষাক আর অঢেল টাকা দেখে একমাত্র মৃনাল ছাড়া আর সবাই প্রভাবিত হয়। সংসারের চেহারার রাতারাতি পরিবর্ত্তন হয়।

তারা নিউ আলিপুরের এক বিরাট বাড়ীতে চলে আসে। চাকর চাকরানী, বিদেশী গাড়ী সে এক এলাহি ব্যাপার। মা বাবা বোনের আচার আচরণ,

কাহিনী

পোষাক আষাকও সম্পূর্ণ বদলে যায় যে তনিমা এক সময় সুকান্তর প্রতি অনুরক্ত ছিল, সে এখন তাকে এড়িয়ে চলে। সে এখন আর সুকান্তর কাছে গান শেখে না। গিটার শেখে জার্মান ফেরৎ মর্ডান মিউজিক কলেজের প্রিন্সি পাল অরিন্দম ঘোষালের কাছে। মৃনাল সবকিছু দেখে এদের এড়িয়ে চলে।

ব্যবসার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি গিয়ে সেখান থেকে রনদাকান্ত বিশ্বাস নামে এক বিখ্যাত বিপ্লবীর মেয়েকে বিয়ে করে ফেরে কুনাল। নাম তার সুহাস।

সুহাসের সাথে কুনালের বিরোধ বাধে। সুহাস সঙ্গী হতে চায় না কুনালের ক্লাব ও পার্টিতে। এইজন্য তাকে সহ্য করতে হয় লাঞ্ছনা গঞ্জনা এমন কি মারধোর পর্য্যন্ত। মৃনাল প্রতিবাদ করতে গেলে বাধা আসে মা বাবার কাছ থেকে।

মৃনাল বেশ বুঝতে পারে কুনালের টাকা রোজগারের পথটা সরল্ নয়। তাই সে কুনালকে সাবধান করে দেয়। সুহাসও একদিন বুঝতে পারে কুনালের ব্যবসা হল স্মাগলিং এর। ঘৃনায় দুঃখে সে ভেঙ্গে পড়ে।

চায়ের টেবিলে অবস্থা সেদিন চরমে ওঠে। কুনালকে বেল্ট দিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করার পর মৃনাল আলিপুরের বাড়ী ছেড়ে বৈঠকখানার বাড়ীতে চলে যায়।

বহুদিন ধরেই পুলিশ কুনালের কার্য কলাপ লক্ষ্য করে আসছিল। ওরা কুনালকে গ্রেপ্তার করতে যায়, কুনাল পালিয়ে আসে মৃনালের বৈঠকখানা রোডের বাড়ীতে। তাকে বাঁচাতে বলে। মৃনাল জানায় যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। মৃনালের বাড়ী থেকে বেরুতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

সেলের কাছে অনুতপ্ত কুনাল সুহাসকে বলে সে যেন তাকে ছেড়ে চলে না যায়।

মৃনাল কুনালকে সান্ত্বনা দেয়। সে ফিরে আসলে আবার তাদের সংসার আনন্দ আর হাসিতে ভরে উঠবে।

সঙ্গীত

(১)

তুমি তানপুরা সুরে বেঁধে নাও
ওঠে আকাশে ঐ রবি ভৈরবি গাও
ভোরের কাকলি জাগে ভৈরবি গাও

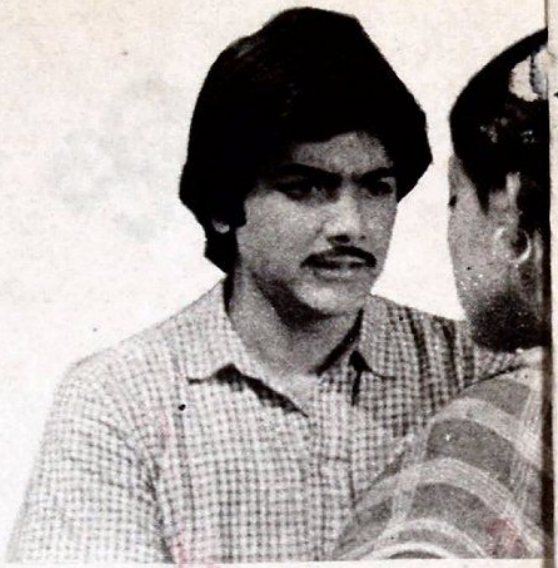

ধাপা-মাপা-গামাপা-পাপা
পাধা নিপা গামাপা গা গা
গারেসা নিধা নিসা পাধা পানিধা মাপা
সা গা মা গা ধা মাগারে মা নিমা
অরুনের রাগের রং অনুরাগে লাগে যে
তুমিও ঐ রাগে মন ভরে দাও
এতো ওগো গান নয় জীবনের সরগম
আ-আ-আ-আ-আ
হৃদয়ের কাছে যেন আছে শুধু তার নাম
ঐ স্বরলিপি গানে লিখে দাও
তানপুরা সুরে বেঁধে নাও।

(২)

ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে
আমি দাঁড়াবোই
লোভকে ঘৃনা করে হারাতে হলে
কিছু হারাবোই
ভাগ্য যদি কিছু না পায়
নয় কিছু সে পাবে না
নীলম করে তবু আমায় কেনা কভু
যাবে না

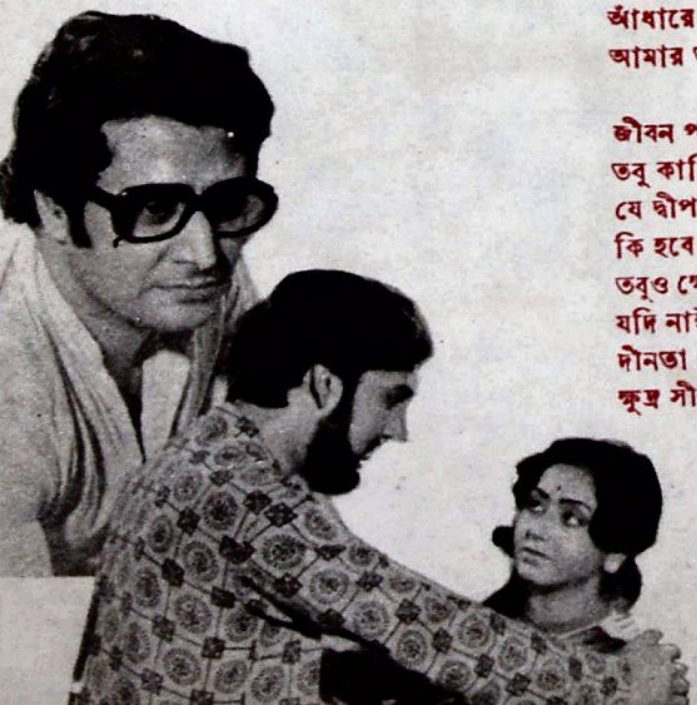

আলোতে যদি পথ না পায় খুজে
আঁধারে পা আমি বাড়াবই ॥
আমার ভালোবাসা মূল্য তার
কিছু পায়নি
জীবন পাতার ছিঁড়েছে পাতা
তবু কাহিনী শেষ হয়ে যায়নি
যে দ্বীপ আমার নিভে গেছে
কি হবে তাকে বল জ্বেলে আর
তবুও ক্ষোভ নেই হিসাব আমার
যদি নাই কভু মেলে আর
দীনতা হীনতা স্বার্থপরতার
ক্ষুদ্র সীমা আমি ছাড়াবোই।

অভিনয়ে :—

উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, রণজিৎ মল্লিক, ভিক্টর ব্যানার্জী, তনুশ্রী শঙ্কর সুশীল মজুমদার-রবীন মজুমদার, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, নিমু ভৌমিক, তরুণ মিত্র-ভুবন চৌধুরী, সীতা দেবী, দীপ্তি রায়, কল্যানী মণ্ডল, কল্যানী অধিকারী, আলপনা গোস্বামী, ইলা সেন, মিতা ব্যানার্জী, মালা ব্যানার্জী, সোমা দাস, শম্ভু ভট্টাচার্য, পরিমল সেন, রমাপ্রসাদ চ্যাটার্জী, অর্দ্ধেন্দু দাসগুপ্ত, ভানু চ্যাটার্জী, সীতেশ চক্রবর্তী, গোপাল সিংহরায়, অজিত চ্যাটার্জী প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী-প্রশান্ত চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সজল ঘটক, তুষার বোস-সুব্রত সেন, রঞ্জত চক্রবর্তী, অতি দাস, পিন্টু ঘটক, অভিজিৎ চক্রবর্তী, সাধন বাগচী-চন্দন মজুমদার, কেষ্ট মিত্র, কমলেশ ভট্টাচার্য, মিহির পাল, বীরেন

পরিবেশনা

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ

শ্রীমন্ত মুভিজের
দ্বিতীয় নিবেদন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা - অসীম ব্যানার্জী
সঙ্গীত - শচীন গাঙ্গুলী
শ্রেঃ উত্তম-সুপ্রিয়া-সন্ধ্যারাণী
সুখেন দাস
পরিচালিত
এস-ডি-ফিল্মসের
সঙ্গীত - অজয় দাস
ফিল্মস পরিবেশিত
আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ ছবি
সুখেন দাস
পরিচালিত
রত্না ফিল্ম কর্পোরেশনের
রঙিন ছবি
প্রতিশোধ
সঙ্গীত-অজয় দাস
উত্তম-সৌমিত্র-সাবিত্রী-শকুন্তলা
মহুয়া-শুভেন্দু-তরুণ-রবি-ভানু ও সুখেন দাস